কেস স্টাডি

ছোটবেলা থেকেই আমরা নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী পড়ে আসছি। এছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনী আমাদের জানা। তার ই মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী ছিল দেবতা ও অসুরদের সংগ্রাম।পুরাকালে দেবতা এবং অসুরের সংগ্রাম শুরু হলে দেবতারা স্বর্গরাজ্য থেকে বিতারণের আশঙ্কায় ব্রহ্মাও বিষ্ণুর কাছে উপদেশ নিতে যান। বিষ্ণু অসুরদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে সমুদ্র মন্থন করতে বলেন ।মন্থন করতে করতে সমুদ্র জল এবং গাছ-গাছড়া এক হয়ে ভীষণ বিষ উৎপন্ন হয়। দেবতা ও অসুরদের অনেকেই মারা যান। তখন সকলে মহাদেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহাদেব পৃথিবী রক্ষার জন্য এই বিষ পান করলেন ।কিন্তু বিষের ক্রিয়াতে তার কণ্ঠ নীল বর্ণে পরিণত হল। এইজন্য মহাদেবকে নীলকন্ঠ বলা হয়।

ক) মহাদেব বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? ব্রহ্মা/বিষ্ণু/ শিব / অসুর

খ) মহাদেবের দেহের কোন অংশটি নীল বর্ণের?গলা/ হাত /পা/ মুখ

গ) সন্ধির শর্ত কি ছিল? সমুদ্রে ডুব দেওয়া/সমুদ্রে স্নান করা/সমুদ্র মন্থন/সমুদ্রে ভেসে থাকা

ঘ) বিষ কিভাবে তৈরি হয়েছিল? জল ও গাছড়া মিশে/ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অভিশাপে/দেবতা ও অসুরের লড়াইয়ে/কোনোটিই নয়

ঙ) বিষ পান করার কারণ কি ছিল? সমুদ্রকে রক্ষা করা/অসুর কে রক্ষা করা/দেবতাকে রক্ষা করা/পৃথিবী কে রক্ষা করা

চ) মন্তব্য: নীলকন্ঠ মহাদেবের নাম ছিল।

কারণ: মহাদেব তার কণ্ঠে বিষ ধারন করেছিল।

মন্তব্য ঠিক কারণ ভুল/ মন্তব্য ভুল কারণ ঠিক/ মন্তব্য ও কারণ উভয় ঠিক/ মন্তব্য ও কারণ উভয় ভুল

ছ) মন্তব্য:দেবতারা স্বর্গে বাস করতো।

কারণ: স্বর্গে মানুষজন থাকতো না।

মন্তব্য ঠিক কারণ ভুল/ মন্তব্য ভুল কারণ ঠিক/ মন্তব্য ও কারণ উভয় ঠিক/ মন্তব্য ও কারণ উভয় ভুল